তিনি আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান ছিলেন

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾[النساء: ١].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

১. আল্লাহর প্রশংসা, তাকওয়ার অসিয়ত এবং সুন্নাহর অনুসরণ

নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা চাই। আর আমরা আমাদের নফসের যাবতীয় মন্দতা ও আমাদের কর্মসমূহের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়েত দেওয়ারও কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে কোনোভাবেই মৃত্যুবরণ কোরো না। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

"হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটিমাত্র প্রাণ (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া (হাওয়া) সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করো এবং রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন।" (সূরা আন-নিসা: ১)

অতঃপর: নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন), আর সর্বোত্তম হেদায়েত ও আদর্শ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ। আর সমস্ত কাজের মধ্যে নিকৃষ্টতম

হলো দ্বীনের মাঝে নতুন সৃষ্টি (মনগড়া নতুন প্রথা) এবং প্রতিটি নতুন সৃষ্টিই হলো বিদআত; প্রতিটি বিদআতই হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রতিটি পথভ্রষ্টতার শেষ পরিণতি হলো জাহান্নামের আগুন।

২. প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা: আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ স্থান অর্জন:

হে মুসলিম সমাজ! মানবজাতির স্বভাব ও সৃষ্টির মজ্জার মধ্যে একটি বিষয় প্রাকৃতিকভাবেই মিশে রয়েছে, আর তা হলো–সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মোহ; মানুষ চায় পৃথিবীর মানুষের অন্তরে তার একটি বিশেষ স্থান থাকুক, পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তার সুখ্যাতি ও উত্তম চর্চা বজায় থাকুক।

তবে একজন মুসলমানের জন্য যে প্রকৃত মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্য সম্মানের প্রতি লালায়িত হওয়া উচিত এবং যা অর্জনে আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার–তাহলো একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট সম্মান, সুউচ্চ মর্যাদা ও মহত্ব লাভ করা।

মহান আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রশংসা করে এরশাদ করেছেন:

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

"আর তিনি আল্লাহর নিকট ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান ও সম্মানিত।" (সূরা আহযাব: ৬৯)

অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে তিনি ছিলেন বিশেষ সম্মান, উচ্চ মর্যাদা ও কবুলিয়তের অধিকারী। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন:

كَانَ حَظِيًّا عِنْدَ اللَّهِ، لَا يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ

"তিনি আল্লাহর নিকট এতটাই প্রিয় ও সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা না দিয়ে ফিরিয়ে দিতেন না।"

অনুরূপভাবে আল্লাহর নবী ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মর্যাদাও ছিল তেমনই সুউচ্চ। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ [آل عمران: ٤٥]

"স্মরণ করো, যখন ফেরেশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি বাণীর (সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ–মারইয়াম পুত্র ঈসা। সে দুনিয়া ও আখেরাতে অত্যন্ত সম্মানিত এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান: ৪৫)

৩. পবিত্র কুরআনের আলোয় আম্বিয়া কেরামের আকাশচুম্বী মর্যাদা

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থাও ছিল ঠিক তেমন। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান ছিল সর্বোচ্চ শিখরে। যার প্রমাণস্বরূপ–যেখানেই আল্লাহর নামের স্মরণ হয়, সেখানেই তাঁর সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামও উচ্চারিত হয়।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আর আমি আপনার খাতিরে আপনার স্মরণকে সুউচ্চ করেছি।" (সূরা আশ-শারহ: ৪)

৪. মানুষের মাপকাঠি ও আল্লাহর মাপকাঠি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন্ত দুটি অনুপম শিক্ষা

হে মুসলিমগণ! আল্লাহর নিকট সম্মান, মর্যাদা ও উচ্চ অবস্থান লাভের আকাঙ্ক্ষা এমন একটি বিষয়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি তাদের এ বিষয়ে সচেতন করেছেন এবং তা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا، وَكَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا يَعْنِي: قَبِيحًا فِي الْمَنْظَرِ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ»

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, গ্রামের এক ব্যক্তি ছিলেন, যার নাম ছিল যাহির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য বিভিন্ন উপহার নিয়ে আসতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন না; অর্থাৎ তাঁর বাহ্যিক চেহারা আকর্ষণীয় ছিল না।

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাজারে তাঁর পণ্য বিক্রি করতে দেখলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেছন থেকে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, অথচ যাহির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বুঝতে পারছিলেন না কে তাঁকে ধরেছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজার ছলে বলতে লাগলেন: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ؟ "এই দাসটিকে কে কিনবে?" তখন যাহির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন: إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا ، "হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো আপনি আমাকে খুব কম দামের বা অবিক্রীত জিনিস হিসেবেই পাবেন।"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা ও সম্মানের সাথে বললেন: بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ "না, বরং তুমি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্মানিত।" (আহমাদ: ১২৬৪৮, জামে: ১৯৬৮৮)

মূল শিক্ষা:

- মানুষের প্রকৃত মর্যাদা তার বাহ্যিক সৌন্দর্যে নয়, বরং তার ঈমান ও তাকওয়ায়।
- আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মানই সবচেয়ে বড় সম্মান।
- মুমিনদের উচিত বাহ্যিক রূপের চেয়ে চরিত্র, ঈমান ও আমলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের ভালোবাসা, সম্মান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রতি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন।

৫. আল্লাহর কাছে মূল্যবান হওয়াই প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন, যার নাম ছিল জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁর চেহারায় তেমন সৌন্দর্য ছিল না। এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন।

তখন তিনি বিনয়ের সাথে বললেন: فَقَالَ: إِذًا تَجِدُنِي كَاسِدًا তাহলে আপনি আমাকে অবিক্রীত বা অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষ হিসেবেই পাবেন।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: غَيْرَ أَنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ "কিন্তু আল্লাহর কাছে তুমি কখনোই অবমূল্যায়িত বা মূল্যহীন নও।" فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিয়ে আনসারদের এক মহিলার সঙ্গে সম্পন্ন করে দেন। (আহমাদ: ১২৩৯৩)

৬. আসল প্রতিযোগিতা তো আল্লাহর নৈকট্য পানে: এক চিরন্তন আত্মিক আহ্বান

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এটিই হলো সেই আসল উচ্চ মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা, যা অর্জনের জন্য একজন মুসলমানের আপ্রাণ চেষ্টা করা শরিয়তসম্মত এবং এই ক্ষেত্রে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়। যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন: وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

"আর এ বিষয়ের জন্যই প্রতিযোগিতাকারীদের মরণপণ প্রতিযোগিতা করা উচিত।" (সূরা আল-মুতাফফিফীন: ২৬)

প্রখ্যাত তাবেয়ী উহাইব ইবনুল ওয়ারদ (রহিমাহুল্লাহ) বলতেন:

إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَسْبِقَكَ إِلَى اللَّهِ أَحَدٌ فَافْعَلْ

"তুমি যদি এই সামর্থ রাখো যে–আল্লাহর দিকে ছুটে চলার এই দৌড়ে তোমার আগে যেন আর কেউ চলে যেতে না পারে, তবে তুমি তা-ই করো।"

মূল শিক্ষা

➤ মানুষের প্রকৃত মূল্য তার চেহারা, বংশ বা সম্পদে নয়; বরং তার ঈমান, তাকওয়া ও নেক আমলে।

➤ আল্লাহর নিকট মর্যাদা অর্জনই একজন মুমিনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

➤ দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে কেউ সাধারণ বা অবহেলিত হলেও আল্লাহর কাছে সে অত্যন্ত সম্মানিত হতে পারে।

➤ নেক আমল, তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা প্রশংসনীয়।

৭. বান্দার স্মরণে রবের সাড়া: হাদীসে কুদসীর আলোতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ধাপসমূহ

হে মুসলিম সমাজ! যিনি আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদা ও উচ্চ আসনের অধিকারী হন, তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য হলো–মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর সুখ্যাতিকে সুউচ্চ করেন, তাঁর নামকে সম্মানিত করেন, তাঁকে নিজের অত্যন্ত সান্নিধ্যে টেনে নেন এবং স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন।

যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত মারফূ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার

দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু’ হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী: ৭৪০৫ , মুসলিম: ১৬৭৫, আহমাদ: ৭৪২৬)

৮. আল্লাহর ভালোবাসার অনন্য বহিঃপ্রকাশ: জিবরাইল (আ.) ও আসমানবাসীর ঘোষণা

যিনি আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাবান ও সম্মানিত, স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসেন; শুধু তাই নয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর সেই ভালোবাসাকে সমস্ত আসমান ও যমীনবাসীর মাঝে ছড়িয়ে দেন এবং সর্বদা সেই বান্দার সাথে থাকেন, তাকে পরম যত্নে রক্ষা করেন ও তাকে সাহায্য করেন। যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ

"মহান ও বরকতময় আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাইল (আ.)-কে ডেকে বলেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরাইল (আ.)-ও তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন।

এরপর জিবরাইল (আ.) প্রথম আসমানে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে দেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, অতএব তোমরা আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন আসমানের সমস্ত ফেরেশতা ও অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে। পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানুষদের অন্তরেও সেই বান্দার জন্য এক বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়।" (বুখারী: ৭৪৮৫, মুসলিম: ২৬৩৭)

৯. আল্লাহর দরবারে মকবুল বান্দার মর্যাদা: যাঁর শপথকে স্বয়ং আল্লাহ সত্যে পরিণত করেন

যিনি আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাবান ও সম্মানিত, তাঁর অনন্য শান ও গ্রহণযোগ্যতার স্তর এতটাই উচ্চে পৌঁছায় যে—তিনি যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বসেন, তবে মহান আল্লাহ তাঁর সম্মান রক্ষার্থে, তাঁর মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সুউচ্চ আসনের কারণে তাঁর সেই শপথকে সত্যে পরিণত করে দেন (অর্থাৎ তাঁর দোয়া বা ইচ্ছা সাথে সাথে কবুল করেন)।

যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

"অনেক এমন উস্কোখুস্কো চুলের অধিকারী ও ধূলিমলিন মানুষ রয়েছেন—যাঁদের (নিঃস্ব বা সাধারণ মনে করে) মানুষের দরোজা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, অথচ তাঁরা যদি আল্লাহর নামে কোনো বিষয়ে শপথ করে বসেন, তবে আল্লাহ (তাঁদের সম্মান রক্ষার্থে) অবশ্যই তা পূরণ করে দেন।" (মুসলিম: ২৬২২)

১০. প্রথম খুতবার সমাপনী ঘোষণা

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ،

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

মহান আল্লাহ আমার এবং আপনাদের জন্য এই মহিমান্বিত কুরআনে বরকত দান করুন। এই কিতাবের আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে আমাকে ও আপনাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন। আমি যা বলছি আপনারা তা শুনলেন এবং আমি আমার নিজের জন্য ও আপনাদের সকলের সমস্ত পাপের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতএব, আপনারা সকলেই তাঁর কাছে ক্ষমা চান; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُحَصِّلُ بِهِ الْمَرْءُ الْوَجَاهَةَ وَالْمَكَانَةَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى: الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ذِكْرِهِ وَالْأُنْسَ بِهِ، وَتَحْرِيكَ اللِّسَانِ وَالْقَلْبِ بِعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، وَاللَّهَجَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ: «وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي».

১১. স্মরণের প্রতিদান স্মরণে: পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কুদসীর আলোয় জিকিরের ফযীলত:

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র একক আল্লাহর জন্য। আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর—যাঁর পর আর কোনো নবী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক ও সত্য কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করবেন এবং আপনাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।" (সূরা আল-আহযাব: ৭০-৭১)

অতঃপর:

নিশ্চয়ই একজন মানুষ মহান আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ সম্মান, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে–তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো: সর্বদা আল্লাহর জিকির বা স্মরণে মগ্ন থাকা, তাঁর সান্নিধ্যে পরম শান্তি খুঁজে পাওয়া, নিজের জিহ্বা ও অন্তরকে সার্বক্ষণিক তাঁর মহত্ব ও বড়ত্বের স্মরণে সচল রাখা এবং তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর জপ করা।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।" (সূরা আল-বাকারাহ: ১৫২)

এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেছেন: وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي "আর বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার সাথেই থাকি।"

১২. আল্লাহর ওলী বা প্রিয় বান্দা হওয়ার উপায়: ফরজ ও নফল ইবাদতের মহিমান্বিত সুফল

মহান আল্লাহর নিকট সেই সুউচ্চ সম্মান, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায় হলো–তাঁর সন্তুষ্টি লাভে সর্বদা সচেষ্ট থাকা; আর তা অর্জিত হয় যাবতীয় ফরজ ও ওয়াজিব কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করা, বেশি বেশি নফল ও মুস্তাহাব আমল করা এবং সমস্ত হারাম কাজ বর্জন করার পাশাপাশি মকরূহ (অপছন্দনীয়) বিষয়গুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখার মাধ্যমে।

যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন:

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলী বা প্রিয় বান্দার সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমার বান্দা আমার ফরজ করা ইবাদতসমূহের চেয়ে অন্য কোনো প্রিয় মাধ্যম দ্বারা আমার বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে না। (ফরজ আদায়ের পর) আমার বান্দা

নফল ইবাদতসমূহের মাধ্যমে অনবরত আমার কাছাকাছি হতে থাকে, একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।

আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে পথ চলে (অর্থাৎ তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার নির্দেশ ও সন্তুষ্টির বাইরে চলে না)। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি; আর সে যদি আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।" (বুখারী: ৬৫০২)

১৩. উপকারী জ্ঞানার্জন ও প্রচার: আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ মর্যাদা লাভের অন্যতম সোপান

আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের অন্যতম একটি পথ হলো—কল্যাণকর দ্বীনি জ্ঞান (ইলমে নাফে) অর্জন করা, সেই অনুযায়ী নিজের জীবন গড়া, তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এর প্রতি সদা লালায়িত থাকা।

এর মাধ্যমে একজন মুসলমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা পরিচয় লাভের এক বিশাল সৌভাগ্য অর্জন করে। সে আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ (আসমাউল হুসনা) এবং তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারে; একই সাথে আল্লাহ কী পছন্দ করেন আর কী অপছন্দ করেন, কোন্ কোন্ কাজ তাঁর নৈকট্য এনে দেয় আর কোন্ কাজ তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়—তাও সে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে বহু স্তরে উন্নীত করবেন।" (সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১)

১৪. শরীয়তসম্মত উসিলার বিবরণ: দোয়া কবুলের জন্য ইসলামে অনুমোদিত উসিলাসমূহ:

কাজেই দোয়ায় এমনটি বলা জায়েয বা বৈধ হবে না যে: “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানের উসিলায় কিংবা অমুকের মর্যাদার উসিলায় প্রার্থনা করছি।”

কারণ, এটি এমন একটি কাজ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কিংবা তাঁর ইন্তেকালের পর—কোনো সময়ই সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) করেননি। তাঁদের মাঝে প্রচলিত সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ দোয়াগুলোর কোনোটিতেই এমন উসিলার কথা কোথাও জানা যায় না।

বরং একজন মুসলমান আল্লাহর দরবারে দোয়া করার সময় কেবল সেই সমস্ত উসিলাই গ্রহণ করবে যা পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।-

যেমন:

➤ মহান আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহের (আসমাউল হুসনা) উসিলা দেওয়া।

➤ নিজের করা কোনো খাঁটি নেক আমল বা সৎ কর্মের উসিলা দেওয়া।

➤ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত অন্যান্য শরিয়তসম্মত দোয়া বা জীবিত কোনো নেককার ব্যক্তির দোয়ার উসিলা নেওয়া।

১৫. খুতবার সমাপনী মুনাজাত: দরুদ, সাহাবাদের প্রতি সন্তুষ্টি ও দেশের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَارْضَ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَائِرِ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا، وَأَدِمْ نِعْمَةَ الْأَمْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ فِي بِلَادِنَا، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِهُدَاكَ، وَاجْعَلْ أَعْمَالَهُمَا فِي رِضَاكَ، وَأَلْبِسْهُمَا ثَوْبَ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ وَالْإِيمَانِ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করো। আর তুমি সন্তুষ্ট হও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন, তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী তথা উম্মাহাতুল মুমিনীন (মুমিনদের জননীগণ), তাঁর সমস্ত সাহাবীবৃন্দ এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবে—তাদের সকলের ওপর।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের স্বদেশে আমাদের নিরাপদ রাখো। আমাদের দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার নিয়ামতকে সর্বদা অক্ষুণ্ন রাখো।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আমীর এবং মাননীয় যুবরাজ-কে তোমার হেদায়েতের পথে চলার তাওফিক দান করো; তাঁদের সমস্ত কর্মকে তোমার সন্তুষ্টির অনুকূলে শামিল করো। তাঁদেরকে সুস্থতা, আফিয়াত (নিরাপত্তা) এবং ঈমানের পোশাকে আবৃত করো।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই দেশকে এবং বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশকে শান্তিময় ও নিরাপদ রাষ্ট্রে পরিণত করো।

আর আমাদের শেষ আহ্বান হলো—যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

প্রণয়নে: জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি (কুয়েত)